দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 APR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

024

বদলির আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে না

শীঘ্রই সরকারী নির্দেশ জারি হবে

॥ সাইফুল আলম ॥

সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কোন কর্মচারীর বদলির আদেশ জারি হবার পর তা প্রেসিডেন্টের আদেশ ছাড়া বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে না। শীঘ্রই এ মর্মে সরকারী নির্দেশ জারি হবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি এখন মন্ত্রীপরিষদের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

উল্লেখ্য, সরকারী কর্মকর্তাদের বদলি করা হলে তাদের অনেকেই বদলির আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করানোর জন্য জোর তদবির চালান। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা উত্তরোত্তর এমন বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বিষয়টি সরকার গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন।

সূত্র জানায়, ইদানীং সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের বহু বদলির আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করতে হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এ প্রবণতা রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দাখিল করতে নির্দেশ দেন।

সুপারিশে বলা হয়, প্রেসিডেন্টের নির্দেশ ছাড়া কোন বদলির আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে না। অনিবার্য কারণে কোন বদলির আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করতে হলে তার যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্টের আদেশের জন্য তা

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

বদলীর আদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নথীভুক্ত করতে হবে। এছাড়া শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে কোন বদলির আদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বা ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় পর্যায়ে করা যাবে।

সূত্রে জানা গেছে, সুপারিশমালায় বলা হয়েছে— কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বদলির আদেশ জারির পূর্বে সবদিক বিবেচনা করে দেখতে হবে। তুচ্ছ কারণে বদলি প্রত্যাহার করতে হবে এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বদলির ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে তা হলো— বদলির আদেশে বদলিকৃত কর্মকর্তা কবে পুরাতন কর্মস্থল ত্যাগ করে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া বদলির আদেশ পাওয়ার পর কেউ সে আদেশ বাতিল বা পরিবর্তনের জন্য তদবির করলে তা অসদাচরণের সামিল বলে গণ্য করা হবে।

উল্লেখ্য, '৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারির পর দেশে প্রচলিত সরকারী কর্মচারীদের বদলির স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন নিয়মাবলী চালু করা হয়। বিশেষ করে, প্রশাসন বিকেন্দ্রীয়করণের পর ব্যাপক ভিত্তিক সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বদলি করা হয়। সে সময় অনেকে উপজেলা পর্যায়ে যেতে আপত্তি করায় সরকার নির্দেশ বাস্তবায়নে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বদলির নির্দেশ বাস্তবায়নে সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক গড়িমসি ও নির্দেশ বাতিল বা পরিবর্তনের জোর তদবির লক্ষ্য গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পুনরায় কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন।